



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[www.nbr.gov.bd](http://www.nbr.gov.bd), [www.vat.gov.bd](http://www.vat.gov.bd)

ভ্যাট সম্পর্কে  
জানতে কল করুন  
১৬৫৫৫ নম্বরে

নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১১.০০১.১৫/১১৬(২)

তারিখ: ২৪/০৫/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়: বিদ্যুত্ব্যবহারের ওপর নতুন মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রভাব এবং করণীয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভ্যাট ব্যবস্থার সকল কাজ অনলাইনে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ডিজিটাইজ করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সম্মানিত করদাতাগণ যেন তাঁদের সকল কাজ ঘরে বসে অনলাইনে সম্পন্ন করতে পারেন সে লক্ষ্যে এনবিআর কাজ করছে। একই সাথে সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নসহ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওপর অভ্যন্তরীণ সম্পদ সরবরাহের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বিধায় সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মূসক ব্যবস্থা সংস্কারের কাজ হাতে নেয়। আইনগত, প্রশাসনিক এবং কর্মপদ্ধতিগত সংস্কারের কাজ একত্রে গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায়, ২০১২ সালে মূল্য সংযোজন কর আইন ও সম্পূরক শুদ্ধ আইন, ২০১২ মহান সংসদে গৃহীত হয়। উক্ত আইনের মাধ্যমে মূসক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ক্রটিপূর্ণ ব্যবস্থা হতে আধুনিক মূসক ব্যবস্থায় উত্তরণের কার্যক্রম চলছে। আইনটি বাস্তবায়ন করতে যেয়ে বাংলাদেশে এই প্রথম কার্মিক (functional) প্রশাসনিক বিন্যাস প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। একই সাথে মূসক ব্যবস্থার সকল কাজ অনলাইনে সম্পন্ন করা হবে। একমাত্র ব্যক্তিগত শুল্কানির ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্যকোনো কারণেই করদাতাকে মূসক দপ্তরে আসতে হবে না। এনবিআর একটি কাগজহীন মূসক প্রশাসন গঠন করতে যাচ্ছে। ২০১৭ সালের ১ জুলাই হতে এমনই একটি মূসক প্রশাসন পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

০২। আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, এনবিআর ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যে অনলাইন নিবন্ধন ব্যসস্থা চালু করেছে। করদাতাগণ ঘরে বসেই এখন নিবন্ধন গ্রহণ করছেন। আবেদন দাখিলের সাথে সাথেই নিবন্ধন পেয়ে যাচ্ছেন। ১ জুলাই হতে নতুন আইন কার্যকর হওয়ার সময় অন্য সকল সেবা করদাতাগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এতদসংক্রান্ত সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। আপনি জেনে আরো আনন্দিত হবেন যে, করদাতাগণের সুবিধার্থে একটি হটলাইন (১৬৫৫৫৫) চালু করা হয়েছে। দেশব্যাপী ১২টি সার্ভিস সেন্টার চালু হয়েছে যেখানে করদাতাগণ সশরীরে উপস্থিত হয়ে সরকারি সুবিধা গ্রহণ করে অনলাইনে সকল কাজ করতে পারেন। ১০০% অনলাইন সুবিধা প্রবর্তনের লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে একটি সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার (সিপিসি)। কোনো করদাতা কাণ্ডজে আবেদন দাখিল করলে তা ভ্যাট অফিসে প্রেরণ না করে সিপিসি-তে প্রেরণ করা হবে। সিপিসি তা ডিজিটাইজ করে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে আপলোড করবে। এভাবে ভ্যাটের ১০০% কাজ ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন হবে। করদাতাগণের পাশাপাশি সকল পর্যায়ের ভ্যাট কর্মকর্তাগণও (চেয়ারম্যান হতে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, সর্বোচ্চ হতে সর্বনিম্ন) ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার করে সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম হবে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

০৩। একটি ক্রটিপূর্ণ অনুৎপাদনশীল মূসক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ আধুনিক এবং উৎপাদনশীল মূসক ব্যবস্থায় পরিবর্তন করতে যেয়ে রেয়াতভিত্তিক মূসক চালু করতে হয়েছে। সেই সাথে ১৯৯১ সনের আইনের অনেক তথাকথিত জনপ্রিয় বিচ্যুতি অপসারণ করতে হয়েছে। এ জন্য সরকারকে অনেক সাহসি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। অর্থনীতি এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সরকার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আইনটি বাস্তবায়িত হলে করদাতা, সরকার এবং সর্বোপরি দেশের জনগণ উপকৃত হবে।

০৪। ১ জুলাই হতে আইনটি বাস্তবায়ন করার পর অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানকে, যারা মূসক আরোপযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসায়ীক কার্যক্রমে কিছু পরিবর্তন আনতে হতে পারে। বিদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্য। সরকার সেবার মানসিকতা হতেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। ২০২৫ সনের মধ্যে সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রমও এমনই একটি মহৎ উদ্যোগ। বিদ্যুৎ বিভাগ সরকারি রাজস্ব সরবরাহের অন্যতম প্রধান খাত। নতুন আইন বাস্তবায়িত হলে বিদ্যুৎ বিভাগ অনেক বেশি লাভবান হবে। যেহেতু বিদ্যুৎ বিভাগ সাবসিডি মূল্যে বিদ্যুৎ বিক্রি করে থাকে সেহেতু তার উৎপাদন খরচ বেশি। উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল উপকরণে ১৫% হারে মূসক পরিশোধ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। উৎপাদন পর্যায়ে অব্যাহতি এবং বিতরণ পর্যায়ে ৫% হারে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যভিত্তিক মূসক প্রদানের ফলে উৎপাদন পর্যায়ে গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদিসহ সকল উপকরণে পরিশোধিত ১৫% মূসক ফেরত পাওয়া যায় না। ভোক্তা প্রত্যক্ষভাবে ৫% এবং পরোক্ষভাবে ১৫% মূসক পরিশোধ করছেন। বিদ্যুৎ বিভাগ সরকারকে এ মূসক পরিশোধ করছেন। ১৯৯১ সনের মূসক আইনের বিচ্যুতির কারণে এমনটি হচ্ছে। নতুন আইনে এ ধরনের সকল বিচ্যুতি দূর করা হয়েছে। নতুন আইনের আওতায় বিদ্যুতের ভোক্তা পর্যায়ে দামহ্রাস বা বৃদ্ধি না করেও বিদ্যুৎ বিভাগকে সামগ্রিকভাবে কম পরিমাণ মূসক পরিশোধ করবে। এতে সাবসিডির পরিমাণ হ্রাস পাবে।

০৫। নতুন আইনে পণ্য বা সেবার সরবরাহের মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। ১৯৯১ সনের আইনের আওতায় মূসকসহ (VAT Inclusive) এবং মূসক ব্যতীত (VAT Exclusive) উভয় প্রকারের মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। করদাতা যেকোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারতেন। নতুন আইনে শুধু মূসকসহ (VAT Inclusive) মূল্য রাখা হয়েছে। করদাতাকে সকল মূল্যের মধ্যেই মূসক হিসাব করতে হবে। যেমন ধরা যাক, বর্তমানে ১৯৯১ সনের ভ্যাট আইন অনুযায়ী এক ইউনিট বিদ্যুতের গ্রাহক পর্যায়ে মূসক ব্যতীত বিক্রয়মূল্য ৯.০০ টাকা হলে, বিতরণ পর্যায়ে প্রযোজ্য ৫% হারে মূসকের পরিমাণ হয়  $৯.০০ * ৫\% = ০.৪৫$  টাকা। ফলে, গ্রাহকের বর্তমানে পরিশোধিত মোট মূল্য  $(৯.০০ + ০.৪৫) = ৯.৪৫$  টাকা। নতুন আইনের অধীন যদি গ্রাহকের পরিশোধিত বিদ্যুতের মূল্য অভিন্ন রাখা হয় সেক্ষেত্রে পরিশোধিত মোট মূল্য অর্থাৎ ৯.৪৫ টাকায় অন্তর্ভুক্ত মূসকের পরিমাণ ১.২৩  $(৯.৪৫ * ১৫/১১৫)$  টাকা। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় ক্রয়কৃত উপকরণের ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন মূল্য বাস্তবিক অর্থে ৯ টাকার চেয়ে বেশি বিধায়, বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয়কালে পরিশোধিত মূসকের পরিমাণও বেশি হবে। পরিশোধিত মূসক (উপকরণ কর) গ্রাহক হতে সংগৃহীত মূসক (উৎপাদন কর) অর্থাৎ ১.২৩ টাকার চেয়ে বেশি হলে বিদ্যুৎ বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত মূসকের অর্থ রিফান্ড হিসেবে ফেরত পাবে। একইভাবে, উপকরণ আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূসক যদি উৎপাদন ও বিতরণ পর্যায়ের প্রদেয় মোট মূসক অপেক্ষা বেশি হয়, সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগকে অতিরিক্ত কোন মূসক পরিশোধ করতে নাও হতে পারে।

০৬। নতুন আইনের বিধান অনুযায়ী বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যুৎ বিভাগকে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, যথা:

- বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি না করে বর্তমানের মূসকসহ মূল্যকে নতুন আইনের অধীন সরবরাহ মূল্য হিসেবে ঘোষণা করা
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ পর্যায়ে মূসক ব্যবস্থার পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে রেয়াত এবং ক্ষেত্র বিশেষে ফেরত গ্রহণ করা
- নতুন আইনের সকল সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে ৩০ জুন ২০১৭ এর মধ্যেই সকল ইউনিটের পুনঃনিবন্ধন গ্রহণ করা
- বিল ফরমে নতুন ৯ ডিজিটের ই-বিআইএন, মূসক-৬.৩ সহ কতিপয় তথ্য সন্নিবেশ যাতে অন্য করদাতাগণ বিদ্যুৎ বিলে পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণ করতে পারেন
- সরকারি সত্তা হিসেবে নতুন উৎসে কর্তন পদ্ধতির সাথে অভ্যস্ত হওয়া
- ই-বিআইএন এবং মূসক সম্মাননাপত্রের ব্যবহার ও সুবিধা গ্রহণ,
- নতুন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ, ইত্যাদি।

০৭। তাঁকে অনুচ্ছেদ ০৬ এর বিষয়বলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। তাঁর সহযোগিতা সরকার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়ক হবে এবং তাঁর অধীন সকল প্রতিষ্ঠানকে আইন প্রতিপালন করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যেকোনো সহায়তা প্রদানে প্রস্তুত আছে। এ ক্ষেত্রে কোনো সহায়তার প্রয়োজন হলে নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো:

জনাব মুহম্মদ জাকির হোসেন  
উপ-প্রকল্প পরিচালক, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প  
[support@vat.gov.bd](mailto:support@vat.gov.bd)

স্বাক্ষরিত ২৪/০৫/১৭  
ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর হোসেন  
সদস্য (মূসক নীতি)  
[jahangirtu@yahoo.com](mailto:jahangirtu@yahoo.com)

সচিব  
বিদ্যুৎ বিভাগ  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
ভবন # ০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১১.০০১.১৫/

তারিখ: ২৪/০৫/২০১৭ খ্রিঃ

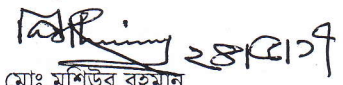
বিতরণ-জরতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নয়)

✓ প্রকল্প পরিচালক, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প

২। কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর। তাঁকে বিষয়টি মনিটরিং ও সমন্বয় সাধনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩। জনাব মুহম্মদ জাকির হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প।

৪। পিএস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

  
মোঃ মশিউর রহমান  
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।